দৈনিক বাংলা

0 056

তারিখ ... ৩০.১০.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ৩ ...

কার্জন হলে পরীক্ষা ভণ্ডুল হল কেন?

সত্যি সত্যি সমস্যাটি কি? এ প্রশ্ন আমার মনে দেখা দিয়েছে গত বৃহস্পতিবারের ঘটনা কেন্দ্র করে। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল কার্জন হলে আর কলাভবনে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ভাঙচুর হয়েছে, বোমা ফেটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষায় একদল উচ্ছৃংখল ছাত্র একাজ করেছে।

একদল ছাত্রছাত্রী প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের বলেছে ভিন্ন কথা। তারা বৃহস্পতিবারের উচ্ছৃংখলতার তীব্র নিন্দা করেছে। তবে তারা এ ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও দায়ী করেছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে গত বছর পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ কলেজে অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে। এ বছর এ রীতির পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ই গোলযোগ ডেকে এনেছে। তারা নিজ নিজ কলেজে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়েছে।

এর জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন—ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যেই একই কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

ছাত্রদের পাল্টা প্রশ্ন—এতদিন বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব বলে এখন নেয়া সম্ভব নয়. কেন? তাদের বক্তব্য হচেছ—আমাদের পড়াবেন আমাদের কলেজের শিক্ষকেরা। প্রশ্ন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। পরীক্ষার হলে খবরদারী করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। খাতা দেখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। এতকিছু হলে পক্ষপাতিত্ব হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়েন তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হবে। এই ভয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিতে পারব না। আমাদের নিজস্ব কলেজে পরীক্ষা দিলে অন্তত এই ভয়ভীতি থাকবে না।

আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে চাইলে তাদের বক্তব্য হচেছ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষা দিতে দেয়া হোক। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। একতরফা কোন কিছু হবে না।

উভয় পক্ষের কথার পিঠের কথায় আমার বেশ অবাক লেগেছে। মনে হচেছ কাগজের পাতায় কেউই সত্য কথা বলতে চাচেছন না। কেউই বলতে চাচেছন না যে হঠাৎ করে ১৯৮৪ সালে বিভিন্ন কলেজ থেকে অনার্স পরীক্ষার কেন্দ্র সরান হল কেন? এ প্রশ্নে একটি ভিন্ন মত প্রকাশ করেছে একজন পরীক্ষার্থী।

ঐ ছাত্রটি কার্জন হলে পরীক্ষা দিতে রাজী। তার অভিমত হচেছ—কার্জন হলে পরীক্ষা দিলে ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পারব। ভাল নম্বর পাব। কারণ খাতা দেখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। তার মতে এই শিক্ষকেরা নাকি মনে করেন যে অন্যান্য কেন্দ্রে নকল হয়। এবং এ ধারণা থেকে অন্যান্য কেন্দ্রের ছাত্রদের কম নম্বর দেয়া হয়। এই ছাত্রের মতে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে কম নম্বর পাবার ভয় থাকবে না।

আমার ধারণা, হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীক্ষকরা এ অভিযোগের প্রতিবাদ করবেন। নিশ্চয়ই বলবেন যে মেধা হিসাবেই নম্বর দেয়া হয়। তবু আমার কথা হচেছ একজন সাধারণ ছাত্রের এ ধরনের বদ্ধমূল ধারণা হঠাৎ করে হয়নি। একজন সৎ পড়ুয়া ছেলে মনে করে যে তাদের পরীক্ষার খাতা নিরীক্ষণে পক্ষপাতিত্ব হয়। একটি পূর্ব ধারণা থেকে খাতা দেখা হয়। এ ধারণা দূর করা যাবে কি করে।

আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ কথাগুলি চেপে গেছেন। সত্যি সত্যি ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নেয়া হয়নি। কতকগুলি ঘটনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রাজধানীর একটি কলেজের পরীক্ষা নিয়ে অনেক তদন্ত এবং শো-কজ হয়েছে। এখনও সে কলেজের অনেক অধ্যাপকের অভিযোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাল্টা অভিযোগের সুরাহা হয়নি। অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সুসম্পর্ক নেই। এবং পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে গোলমালের সাথে এর সরাসরি সম্পর্ক আছে। জানি না এ প্রশ্নটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন কিনা।

আমার ধারণা, সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে কোন ছাত্রছাত্রীর আপত্তি থাকার কথা নয়। কোন অভিভাবকও নিশ্চয়ই এতে আপত্তি করবেন না।

মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। আবার একই কেন্দ্রে পরীক্ষা হলে কোন গোলযোগ দেখা দিলে জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাতের কাছে থাকেন। প্রশ্নপত্র বা অন্য কোন অসুবিধা হলে সকল পরীক্ষার্থীই একই সাথে খবরাখবর পেতে পারে। সেদিক থেকে ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বোত্তম পরীক্ষা কেন্দ্র।

কিন্তু সর্বোত্তম পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠে বিশেষ পরিস্থিতিতে। আমি মনে করি এই বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলেই অবহিত। এ সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বেও অনেক খবর প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে।

শুধু তাই নয়। আমার ধারণা, দেশের বিভিন্ন কলেজে অনার্স এবং এমএ কোর্স খোলার সময় অনেক কিছুই লক্ষ্য করা হয়নি। এদের সুযোগ সুবিধার দিকে কোনদিন নজর দেয়া হয়নি। অনার্স এবং মাস্টার ডিগ্রী কোর্স খোলা যেন দায়সারা কাজ। শিক্ষা, শিক্ষক, লাইব্রেরী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বৈষম্য সকলের কাছে একান্ত পরিষ্কার। নাম দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আর আচরণ করা হচেছ একটি সরকারী কলেজের মত।

তবে এ সত্ত্বেও আমি আশা করব আগামী পরীক্ষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে হবে। বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রবন্ধুরা তাদের অভাব অভিযোগ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। আমি শুধু একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এবার পরীক্ষা ভন্ডুল হলে ভবিষ্যতের পরীক্ষা অনিশ্চিত হবে। এই দুর্মূল্যের বাজারে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক বিপদে পড়বে। একটি পরীক্ষা সরাতে হলে অসংখ্য পরীক্ষার তারিখ সরাতে হবে। দুর্ভোগের শেষ থাকবে না।

আমার দুঃখ হচেছ দৈনিক বাংলায় বসে আমরা এত খবর পাই। অথচ বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু জানেন না। আশা করব, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন। দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবক পরীক্ষা নিয়ে এই হয়রানী চায় না।

—অনিকেত